প্রথম আলো

তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকটি কক্ষ দখল করে গড়ে তোলা হয়েছিল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সেন্টার। র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত গতকাল সেখানে অভিযান চালিয়ে সেগুলো উচ্ছেদ করেন ● ছবি : প্রথম আলো

বিদ্যালয়ে কমিউনিটি সেন্টার, অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর দয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ দিনই বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান হতো। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে মিলে এসব অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া আদায় করত এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল। 'দিনের বেলা অনুষ্ঠান থাকলে বেশ আগেই বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যেত বলে নিয়মিত ক্লাস হতো না।

এ অভিযোগ পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওই বিদ্যালয়ে অভিযান চালান র‍্যাব-১০-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। র‍্যাব-১০-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বরের নেতৃত্বে এই অভিযানে ডেকোরেটরের মালপত্র জব্দ এবং তিনজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনতলা ভবনের এই বিদ্যালয়ের নিচতলার বড় চারটি কক্ষ দখল করে কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ভাড়া দেওয়া হতো। এর সঙ্গে বিদ্যালয়টির ব্যবস্থাপনা কমিটি জড়িত। প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য ২০ হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হতো। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাউকে অভিযানের সময় পাওয়া যায়নি। ডেকোরেটরের লোকজন বিদ্যালয় ভবনের একটি অংশ প্রায় নয় বছর ধরে দখল করে রেখেছিলেন। তাঁদের তিনজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দিনের বেলা অনুষ্ঠান থাকলে বেশ আগেই বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যেত। এ জন্য নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হতো না। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রভাবশালী লোকজন এই ডেকোরেটর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও রয়েছেন তাঁরা। রান্নার কারণে ভবনের শ্রেণিকক্ষগুলোতে কালো দাগ পড়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের ১ হাজার ১০০ শিক্ষার্থীর পড়ালেখায় অসুবিধা হতো।

দয়াগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নজরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা বাধা দিলেও প্রভাবশালীরা কথা শুনতেন না। তাঁদের ইচ্ছেমতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো।'

গতকালের অভিযানে ডেকোরেটরের মালিক ইদ্রিস আলী (৪৬), ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা (৪০) ও রাজু আহমেদকে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম। এ সময় বিদ্যালয় থেকে ১৩৫টি চেয়ার, ১২টি ডেকচি, একটি লোহার কড়াই, ১২টি ঢাকনা, ৮টি করাত, ২টি ড্রাম, ২টি ত্রিপল, ৭৪টি গ্লাস, ১৮টি কাচের জগ, ২টি স্টিলের চুলা জব্দ করা হয়।